তথ্যবিবরণী নম্বর : ৯৬১

**শারীরিক প্রতিবন্ধীদেরকে গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রীর হুইলচেয়ার উপহার**

কুড়িগ্রাম, ১ চৈত্র (১৫ মার্চ) :

 প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাকির হোসেন মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষে কুড়িগ্রামের রৌমারী উপজেলায় নিজস্ব অর্থায়নে অসহায় শারীরিক প্রতিবন্ধীদেরকে হুইল চেয়ার উপহার দেন।

 প্রতিমন্ত্রী আজ রৌমারীর তাঁর নিজ বাড়িতে উপজেলার বিভিন্ন গ্রামের বেশকিছু প্রতিবন্ধীর মাঝে এসব হুইল চেয়ার উপহার দেন।

 রৌমারী উপজেলা মহিলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মোছাঃ সুরাইয়া সুলতানা, উপজেলা আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক আহসান হাবিব বাবু, রৌমারী প্রেস ক্লাবের সভাপতি সুজাউল ইসলাম সুজা ও বীর মুক্তিযোদ্ধা সোহরাব হোসেন এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

#

রবীন্দ্রনাথ/নাইচ/রফিকুল/জয়নুল/২০২০/২১১৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৯৬০

**রপ্তানিমুখী শিল্পায়নকে জোরদারের আহ্বান শিল্পমন্ত্রীর**

ধামরাই, ১ চৈত্র (১৫ মার্চ) :

 শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুন বিসিক শিল্পনগরীসমূহে রপ্তানিমুখী শিল্পায়নকে জোরদারের আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, আধুনিক বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে মানসম্মত শিল্প পণ্য উৎপাদন করতে হবে।

 আজ ঢাকায় ধামরাইয়ে সম্প্রসারিত বিসিক শিল্প নগরীর ভিত্তিফলক উন্মোচন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী এ আহ্বান জানান।

 বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) এর চেয়ারম্যান মোঃ মোশতাক হাসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার, ঢাকা-২০ আসনের সংসদ সদস্য বেনজীর আহমেদ।

 মন্ত্রী বলেন, এগ্রো প্রসেসিংসহ বিভিন্ন সম্ভাবনাময় শিল্পের উন্নয়নে ক্লাস্টার চিহ্নিত করা হয়েছে এবং সহজ শর্তে উদ্যোক্তাদের বিশেষ করে নারী উদ্যোক্তাদের জন্য ঋণ প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদ্যাপন দেশের উন্নয়নের গতিকে আরো শক্তিশালী করবে বলে মন্ত্রী আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

 শিল্প প্রতিমন্ত্রী বলেন, ধামরাইয়ের সম্প্রসারিত বিসিক শিল্প নগরীতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উদ্যোক্তাদের কারখানা স্থাপন করতে হবে অন্যথা প্লট বরাদ্দ বাতিল করে সেটি অন্য উদ্যোক্তাকে প্রদান করা হবে। তিনি বলেন, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প শিক্ষিত উদ্যোক্তাদের এগিয়ে আসতে হবে। উদ্যোক্তাদের দক্ষতা বাড়ানোর লক্ষ্যে বিসিক, বিটাক ও এসএমই ফাউন্ডেশন হতে প্রশিক্ষণ গ্রহণের পরামর্শ প্রদান করেন শিল্প প্রতিমন্ত্রী।

#

মাসুম/ফারহানা/রফিকুল/জয়নুল/২০২০/২০১৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৯৫৯

**কুড়িগ্রামে সাংবাদিক আরিফকে গ্রেফতার ও শাস্তি প্রদান প্রক্রিয়া বিধিসম্মত হয়নি**

 **---তথ্যমন্ত্রীর অভিমত**

ঢাকা, ১ চৈত্র (১৫ মার্চ):

কুড়িগ্রামে বাংলা ট্রিবিউন প্রতিনিধি আরিফুল ইসলামকে গ্রেফতার ও শাস্তি প্রদান প্রক্রিয়া প্রসঙ্গে তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, 'আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি, এটি বিধিসম্মত হয়নি।'

আজ ঢাকার আগারগাঁওয়ে জাতীয় বেতার ভবনে বঙ্গবন্ধু কর্নার উদ্বোধন শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী একথা বলেন।

ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, 'গত ১৩ মার্চ রাতে কুড়িগ্রামে একজন সাংবাদিককে যেভাবে ঘর থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে অন্যত্র কোর্ট বসিয়ে শাস্তি দেয়া হয়েছে, আমার দৃষ্টিতে এটি কোনোভাবেই বিধিসম্মত হয়নি। এটর্নি জেনারেল ইতোমধ্যেই তার বক্তব্যে এভাবে মধ্যরাতে অন্যত্র কোর্ট বসানো যায় না বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন।'

মন্ত্রী বলেন, 'আমরা যতদূর দেখে আসছি, মোবাইল কোর্ট ঘটনাস্থলেই বসাতে হয়। একজনকে ধরে নিয়ে গিয়ে অন্যত্র মোবাইল কোর্ট বসানো কোনোভাবেই বিধিসম্মত নয় এবং এটা যেভাবে ঘটানো হয়েছে, তা সমর্থনযোগ্য নয়। এ বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কাজ করছে। ডিসি হোন বা অন্য কর্মকর্তা হোন, যেই হোন, তিনি যদি আইন বহির্ভূতভাবে কোনো কাজ করে থাকেন, সরকার তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এবং অন্যরাও যারা এর সঙ্গে জড়িত, তারাও এর দায় এড়াতে পারেন না।'

'কারো কোনো অপরাধ থাকলে তার বিচারেরও নিয়মনীতি রয়েছে, কিন্তু এক্ষেত্রে তা অনুসরণ করা হয়েছে বলে আমি মনে করি না', বলেন ড. হাছান।

অপর একজন সাংবাদিক শফিকুল ইসলাম কাজল নিখোঁজ রয়েছেন বলে প্রকাশিত সংবাদের প্রতি সাংবাদিকরা মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করলে ড. হাছান বলেন, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী তার খোঁজখবর করছে।

এ সময় 'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে আলোকসজ্জা করোনা সংক্রমণে কোনো প্রভাব ফেলবে কি না' - এ প্রশ্নের জবাবে তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান বলেন, 'আলোকসজ্জা বরং করোনার কারণে চিন্তিত মানুষকে উজ্জীবিত করবে। প্রবল উৎসাহ-উদ্দীপনা থাকলেও করোনা ভাইরাসের কারণে জনসমাগমপূর্ণ সব অনুষ্ঠান পূণর্বিন্যাস করা হয়েছে। এবং আলোকসজ্জার সাথে জনসমাগমের কোনো সম্পর্ক নেই বিধায় করোনা সংক্রমণে এর কোনো প্রভাবও নেই।'

এরপর মন্ত্রী বেতার মিলনায়তনে সংক্ষিপ্ত সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে বাংলাদেশকে উন্নত রাষ্ট্রের পাশাপাশি উন্নত জাতি গঠন আমাদের লক্ষ্য এবং বেতার সেই লক্ষ্য অর্জনে বড় ভূমিকা রাখবে।

বাংলাদেশ বেতারের মহাপরিচালক হোসনে আরা তালুকদার, সংবাদ ও অনুষ্ঠান শাখার উপমহাপরিচালকদ্বয়, পরিচালকবৃন্দসহ সকল পর্যায়ের কর্মচারীবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

#

আকরাম/ফারহানা/মোশারফ/আব্বাস/২০২০/১৯৪৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৯৫৯

**কুড়িগ্রামে সাংবাদিক আরিফকে গ্রেফতার ও শাস্তি প্রদান প্রক্রিয়া বিধিসম্মত হয়নি**

 **---তথ্যমন্ত্রীর অভিমত**

ঢাকা, ১ চৈত্র (১৫ মার্চ):

কুড়িগ্রামে বাংলা ট্রিবিউন প্রতিনিধি আরিফুল ইসলামকে গ্রেফতার ও শাস্তি প্রদান প্রক্রিয়া প্রসঙ্গে তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, 'আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি, এটি বিধিসম্মত হয়নি।'

আজ ঢাকার আগারগাঁওয়ে জাতীয় বেতার ভবনে বঙ্গবন্ধু কর্নার উদ্বোধন শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী একথা বলেন।

ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, 'গত ১৩ মার্চ রাতে কুড়িগ্রামে একজন সাংবাদিককে যেভাবে ঘর থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে অন্যত্র কোর্ট বসিয়ে শাস্তি দেয়া হয়েছে, আমার দৃষ্টিতে এটি কোনোভাবেই বিধিসম্মত হয়নি। এটর্নি জেনারেল ইতোমধ্যেই তার বক্তব্যে এভাবে মধ্যরাতে অন্যত্র কোর্ট বসানো যায় না বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন।'

মন্ত্রী বলেন, 'আমরা যতদূর দেখে আসছি, মোবাইল কোর্ট ঘটনাস্থলেই বসাতে হয়। একজনকে ধরে নিয়ে গিয়ে অন্যত্র মোবাইল কোর্ট বসানো কোনোভাবেই বিধিসম্মত নয় এবং এটা যেভাবে ঘটানো হয়েছে, তা সমর্থনযোগ্য নয়। এ বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কাজ করছে। ডিসি হোন বা অন্য কর্মকর্তা হোন, যেই হোন, তিনি যদি আইন বহির্ভূতভাবে কোনো কাজ করে থাকেন, সরকার তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এবং অন্যরাও যারা এর সঙ্গে জড়িত, তারাও এর দায় এড়াতে পারেন না।'

'কারো কোনো অপরাধ থাকলে তার বিচারেরও নিয়মনীতি রয়েছে, কিন্তু এক্ষেত্রে তা অনুসরণ করা হয়েছে বলে আমি মনে করি না', বলেন ড. হাছান।

অপর একজন সাংবাদিক শফিকুল ইসলাম কাজল নিখোঁজ রয়েছেন বলে প্রকাশিত সংবাদের প্রতি সাংবাদিকরা মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করলে ড. হাছান বলেন, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী তার খোঁজখবর করছে।

এ সময় 'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে আলোকসজ্জা করোনা সংক্রমণে কোনো প্রভাব ফেলবে কি না' - এ প্রশ্নের জবাবে তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান বলেন, 'আলোকসজ্জা বরং করোনার কারণে চিন্তিত মানুষকে উজ্জীবিত করবে। প্রবল উৎসাহ-উদ্দীপনা থাকলেও করোনা ভাইরাসের কারণে জনসমাগমপূর্ণ সব অনুষ্ঠান পূণর্বিন্যাস করা হয়েছে। এবং আলোকসজ্জার সাথে জনসমাগমের কোনো সম্পর্ক নেই বিধায় করোনা সংক্রমণে এর কোনো প্রভাবও নেই।'

এরপর মন্ত্রী বেতার মিলনায়তনে সংক্ষিপ্ত সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে বাংলাদেশকে উন্নত রাষ্ট্রের পাশাপাশি উন্নত জাতি গঠন আমাদের লক্ষ্য এবং বেতার সেই লক্ষ্য অর্জনে বড় ভূমিকা রাখবে।

বাংলাদেশ বেতারের মহাপরিচালক হোসনে আরা তালুকদার, সংবাদ ও অনুষ্ঠান শাখার উপমহাপরিচালকদ্বয়, পরিচালকবৃন্দসহ সকল পর্যায়ের কর্মচারীবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

#

আকরাম/ফারহানা/মোশারফ/আব্বাস/২০২০/১৯৪৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৯৫৮

**শ্রমঘন শিল্পে করোনা প্রতিরোধে শ্রম মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা**

ঢাকা, ১ চৈত্র (১৫ মার্চ) :

 বাংলাদেশে করোনা ভাইরাসের প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে শ্রমঘন শিল্পখাতের মালিকদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করেছে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

 এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শক, শ্রম অধিদপ্তর এবং শিল্প পুলিশের মহাপরিচালক, বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন, বিজিএমইএ, বিকেএমই-সহ শ্রমঘন সকল খাতের সভাপতি বরাবর শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় থেকে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

 মন্ত্রণালয় থেকে প্রেরিত পত্রে বিশেষত তৈরি পোশাক, চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য, হিমায়িত ও প্লাষ্টিক পণ্য শ্রমঘন শিল্পখাতের সকল কর্মীকে দেহের তাপমাত্রা পরিমাপক থার্মাল স্ক্যানার ব্যবহারের মাধ্যমে পরীক্ষা করে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করানোর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মালিকপক্ষকে অনুরোধ করা হয়।

 তাপমাত্রা স্বাভাবিকের বেশি হলে এবং সর্দি, কাশি ও শ্বাস প্রশ্বাসে সমস্যা থাকলে অর্থাৎ করোনা ভাইরাস সংক্রমণের উপসর্গ দেখা দিলে তাৎক্ষণিকভাবে উক্ত কর্মীকে বাধ্যতামূলক ছুটি প্রদান করে সংগনিরোধ (Quarantine) এর ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক চিকিৎসার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মালিকপক্ষকে অনুরোধ করা হয়।

 এছাড়া কর্মক্ষেত্রে নিয়মিত বিরতিতে হাত ধোয়া, আইইডিসিআর কর্তৃক নির্দেশিত পন্থায় হাঁচি-কাশি দেয়া, করমর্দন বা কোলাকুলি থেকে বিরত থাকা, জনসমাগম পরিহার করা সর্বোপরি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকার বিষয়ে কর্মীগণকে উৎসাহিত করা এবং এ বিষয়ে সহযোগিতা প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা হয়।

 এ দিকে কলকারখনা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের যুগ্ম-মহাপরিদর্শক ডাঃ মোঃ মোস্তাফিজুর রহমানকে ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা নির্ধারণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে ০১৭১১৬৪১৩৪৫ মোবাইল নম্বরে ফোন করা যাবে এবং এ সংক্রান্ত তথ্য আদান-প্রদানের জন্য হটলাইন নাম্বার ১৬৩৫৭ (টোল ফ্রি) চালু করা হয়েছে।

#

আকতারুল/ফারহানা/রফিকুল/জয়নুল/২০২০/১৯৩০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৯৫৭

**নদীর তীর পরিষ্কার রাখতে হবে**

 **- নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১ চৈত্র (১৫ মার্চ) :

 নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহ্মুদ চৌধুরী বলেছেন, নদীতে কোনোভাবেই ময়লা আবর্জনা ফেলা যাবে না। নদীর তীর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। নদীতে যেন পানির প্রবাহ থাকে সে বিষয়ে সকলকে সচেষ্ট থাকতে হবে। নদী তীরের অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদকৃত জায়গা বিআইডব্লিউটিএ’র দখলে আছে। এখন নদীতে ময়লা-আবর্জনা ফেলা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। ময়লা-আবর্জনার কারণে নদীগুলোর প্রবাহ বন্ধ বা ভাগাড় হলে বসবাসের অনুপযোগী হয়ে পড়বে।

 আজ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে টঙ্গী এলাকায় তুরাগ নদীর রেলওয়ে ও সড়ক সেতুর নীচে এবং তৎসংলগ্ন এলাকায় নদীর তীর হতে অবৈধ স্থাপনাদি উচ্ছেদ, নদীতে আবর্জনা ফেলা বন্ধ, নদীর পানি দূষণরোধ ও পানি প্রবাহে সৃষ্ট প্রতিবন্ধকতা দূর করা সংক্রান্ত বৈঠকে প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

 প্রতিমন্ত্রী টঙ্গী এলাকায় তুরাগ নদীতে ময়লা-আবর্জনা ফেলা বন্ধে বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক ড্রেনের মুখে (নদীর তীর অংশে) নির্মিত নেটের ভিতরের পলিথিন বর্জ্য পরিষ্কার এবং ড্রেনগুলো কাভার্ড (ঢেকে রাখা)-এর ব্যবস্থা করতে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানান।

 খালিদ মাহ্মুদ চৌধুরী বলেন, নদী তীরের অবৈধ স্থাপনা অপসারণে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়-সহ সংশ্লিষ্টদের সহযোগিতা ছিল; সেটি অব্যাহত রাখতে হবে। তিনি বলেন, নদী তীরের সীমানা পিলার এখন দৃশ্যমান। নদী তীর রক্ষা, দখল ও দূষণরোধে প্রকল্পের কাজ চলছে। নদীর পানি দূষণরোধে বিআইডব্লিউটিএ ঢাকায় বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে ময়লা পানি পরিষ্কারের জন্য (দূষিত পানি ফিল্টারিং করা) পাইলট প্রকল্প গ্রহণ করেছে। পর্যায়ক্রমে এর কার্যক্রম আরো বাড়ানো হবে।

 বৈঠকে টঙ্গী এলাকায় নতুন রেলওয়ে সেতু এবং সড়ক সেতু নির্মাণের জন্য পিলার স্থাপনের লক্ষ্যে মাটি উত্তোলন পূর্বক মাটির স্তূপ দ্রুত সরানোর জন্য গুরুত্বারোপ করা হয়। সভায় সিদ্ধান্ত হয় যে, বাজারে পলিথিনের ব্যবহার ও বাজারজাতরোধ এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানের দূষিত পানি পরিষ্কারের জন্য যন্ত্রপাতি চালু রাখার বিষয়ে পরিবেশ অধিদফতর এবং জেলা ও পুলিশ প্রশাসন যৌথভাবে কাজ করবে।

 বৈঠকে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, নৌপরিবহন সচিব মোহাম্মদ মেজবাহ্উদ্দিন চৌধুরী, বিআইডব্লিউটিএ’র চেয়ারম্যান কমডোর গোলাম সাদেক, পরিবেশ অধিদফতরের ড. এ কে এম রফিক আহাম্মদ-সহ সংশ্লিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন।

#

জাহাঙ্গীর/ফারহানা/মোশারফ/জয়নুল/২০২০/১৯২০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৯৫৬

 **জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্বোধন উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ**

ঢাকা, ১ চৈত্র (১৫ মার্চ) :

 জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্বোধন উপলক্ষে নিম্নলিখিত কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে :

 জন্মশতবার্ষিকীর উদ্বোধন অনুষ্ঠান ‘মুক্তির মহানায়ক’ ১৭ই মার্চ রাত ৮টায় বাংলাদেশ টেলিভিশন-সহ সকল বেসরকারি টেলিভিশন, সোশ্যাল মিডিয়া ও অনলাইন মিডিয়ায় একযোগে সম্প্রচারিত হবে। এছাড়া বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংস্থায় উৎসবমুখর পরিবেশে, তবে জনসমাবেশ পরিহারপূর্বক সীমিত আকারে জন্মশতবার্ষিকীর উদ্বোধন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। ১৭ই মার্চ সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তোপধ্বনি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) সকল সরকারি, বেসরকারি ভবনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হবে এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হবে।

 এছাড়া মসজিদ, মন্দির, গির্জা-সহ সকল ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে বিশেষ মোনাজাত ও প্রার্থনার আয়োজন ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে খাবার/মিষ্টান্ন বিতরণ এবং হাসপাতাল, কারাগার, শিশু পরিবার ও এতিম খানায় মিষ্টান্ন বিতরণ ও উন্নতমানের খাবার পরিবেশন করা হবে।

 স্থানীয় প্রশাসন কর্তৃক গৃহহীনদের মধ্যে গৃহ প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। জনসমাবেশ ব্যতিরেকে আতশবাজির আয়োজন করা হবে। মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংস্থা, বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি দপ্তর ও প্রতিষ্ঠান কর্তৃক তাদের ভবনে ১৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি, উদ্ধৃতি, জন্মশতবার্ষিকীর লোগো সংবলিত সামঞ্জস্যপূর্ণ মাপ অনুযায়ী ড্রপডাউন ব্যানার ব্যবহার ও মুজিববর্ষ উদ্‌যাপনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যানার, ফেস্টুন ইত্যাদির মাধ্যমে সজ্জিতকরণ করা হবে।

 সকল সরকারি-বেসরকারি সংস্থা/প্রতিষ্ঠানে আলোকসজ্জার ব্যবস্থা, সৌন্দর্যবর্ধন ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা করা হবে। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উৎসবমুখর পরিবেশে নিজস্বভাবে সীমিত আকারে বিভিন্ন অনুষ্ঠান, যেমন: আলোচনা অনুষ্ঠান, দেয়াল পত্রিকা/স্মরণিকা প্রকাশ, কুইজ, রচনা, বিতর্ক ও চিত্রাঙ্কণ প্রতিযোগিতা, কবিতা আবৃত্তি, মিষ্টান্ন বিতরণ, দুপুরের খাবার ইত্যাদির আয়োজন এবং ওয়েবসাইটে প্রদত্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ওপর নির্মিত ভিডিও ক্লিপিংস/ফুটেজ প্রচার করা হবে। স্থানীয়ভাবে স্যুভেনির, গ্রন্থ, স্মরণিকা, দেয়াল পত্রিকা ইত্যাদি প্রকাশ করা হবে।

#

লিপি/ফারহানা/মোশারফ/রেজাউল/২০২০/১৯১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৯৫৫

**জ্বর নিয়ে যানবাহনে ভ্রমণ না করার আহ্বান স্বাস্থ্যমন্ত্রীর**

ঢাকা, ১ চৈত্র (১৫ মার্চ):

করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে কারো শরীরে জ্বর বা সর্দি-কাশি বেশি থাকলে বাস, ট্রেন, লঞ্চ-সহ বিভিন্ন যানবাহনে ভ্রমণ না করার আহ্বান জানিয়েছেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জাহিদ মালেক। একই সাথে আক্রান্ত দেশে আত্মীয়-স্বজন থাকলে এই পরিস্থিতিতে দেশে আসতে নিষেধ করা হচ্ছে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সব দিক দিয়ে পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছে। দেশের মানুষের সতর্কতা ও সচেতনতাই করোনা ভাইরাস প্রতিরোধ অনেক বেশি সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।’

আজ সচিবালয়ের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে করণীয় উপায় শীর্ষক এক আন্তঃমন্ত্রণালয় বৈঠক শেষে ব্রিফিংকালে এসব কথা বলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ।

স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের সচিব মোঃ আসাদুল ইসলাম, স্বাস্থ্য শিক্ষা বিভাগের সচিব মোঃ আলী নূর, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কাজী আ খ ম মহিউল ইসলাম এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে সকালে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সভাপতিত্বে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে করোনা ভাইরাসের সাথে সংশ্লিষ্ট শ্রম, বিমান, সমাজকল্যাণ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়-সহ অন্যান্য ১৮টি মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি হিসেবে সিনিয়র সচিব, সচিব ও অতিরিক্ত সচিব পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের সাথে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে করণীয় উপায় নিয়ে জরুরি বৈঠক হয়।

বৈঠকে দেশে করোনা ভাইরাস অধিক হারে চলে এলে কি করা হবে, কোন মন্ত্রণালয়ের কি কাজ করবে সে বিষয়ে উপস্থিত প্রতিনিধিদের স্বাস্থ্যমন্ত্রী নির্দেশনা দেন। করোনা ভাইরাসে দেশ আক্রান্ত হলে কিভাবে বিশ্ব ইজতেমা ময়দান ব্যবহার করা হবে, শিল্প-গার্মেন্টস ব্যবহারে করণীয় বিষয়াদি, হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা, মসজিদ-মন্দিরে স্বল্প সময়ে জমায়েত হওয়া, মার্কেট প্লেস, শপিংমল, রাজনৈতিক সমাবেশ পরিহারে করণীয় বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করা হয়।

#

মাইদুল/ফারহানা/রফিকুল/আব্বাস/২০২০/১৯০৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৯৫৪

**মুজিববর্ষের উদ্বোধনী দিনে শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মসূচি**

ঢাকা, ১ চৈত্র (১৫ মার্চ) :

 জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ‘মুজিববর্ষ’ এর উদ্বোধনী দিনে বিস্তারিত কর্মসূচি গ্রহণ করেছে শিল্প মন্ত্রণালয়।

 জন্মশতবার্ষিকী উদ্যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির নির্দেশনা অনুযায়ী ১৭ মার্চ শিল্প মন্ত্রণালয় ভবন এবং মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার ভবন এবং দপ্তর/সংস্থার নিয়ন্ত্রণাধীন অফিস, কারখানা ও স্কুল-কলেজ ভবনের সামনে বিধি মোতাবেক জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হবে। এছাড়া, মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার ভবনগুলোতে দৃষ্টিনন্দন আলোকসজ্জ্বা করা হবে।

 এ দিন সকাল ৮টা থেকে ১০টা পর্যন্ত শিল্প মন্ত্রণালয়ের সামনে স্থাপিত বঙ্গবন্ধুর ম্যুরালে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হবে। শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন, প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার, শিল্পসচিব মোঃ আবদুল হালিম-সহ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা শ্রদ্ধা নিবেদন করবেন।

 এছাড়া, শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/কারখানাগুলোর মসজিদে বাদ জোহর জাতির শান্তি, সমৃদ্ধি ও অগ্রগতি কামনা করে বিশেষ মোনাজাত অনুষ্ঠিত হবে। মন্দির, প্যাগোডা ও অন্যান্য উপাসনালয়ে সুবিধাজনক সময়ে প্রার্থনা আয়োজন করা হবে। মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার আঞ্চলিক, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের অফিস, প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্টরা জাতীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে স্থানীয়ভাবে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন।

 মুজিববর্ষ উদ্যাপন কর্মসূচির অংশ হিসেবে ১৫-২৩ মার্চ, ২০২০ শিল্প মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাগুলো সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যানার, ড্রপ ডাউন, এসএস ফ্রেমড ডিসপ্লে বোর্ড, ফেস্টুন, জন্মশতবার্ষিকীর লোগো সংবলিত পতাকা, রঙিন পতাকা, ফুলের টব ইত্যাদির মাধ্যমে নিজ নিজ ভবন সুসজ্জ্বিত করবে। ১৬ মার্চ ২০২০ থেকে মন্ত্রণালয়ের সামনে স্থাপিত এলইডি ডিসপ্লেতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ওপর নির্মিত ভিডিও ক্লিপস্ প্রদর্শন করা হবে। দপ্তর/সংস্থাগুলোও এ ধরনের ভিডিও ক্লিপস্ প্রদর্শন করবে। জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির ওয়েব সাইট থেকে এগুলো সংগ্রহ করা হয়েছে।

 এছাড়া, মুজিব বর্ষে দেশের কোনো ব্যক্ত গৃহহীন থাকবে না মর্মে প্রধানমন্ত্রীর প্রত্যাশা পূরণে শিল্প মন্ত্রণালয় এবং দপ্তর/সংস্থাগুলো বছরব্যাপী কর্মসূচির অংশ হিসেবে নিজ উদ্যোগে গৃহহীনদের মাঝে গৃহের ব্যবস্থা করবে। শিল্পমন্ত্রীর অনুমোদন সাপেক্ষে এ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হবে।

#

জলিল/ফারহানা/রফিকুল/জয়নুল/২০২০/১৮৪০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৯৫৩

বিশ্ব ভোক্তা অধিকার দিবসের আলোচনা সভায় বাণিজ্যমন্ত্রী

**ভোক্তা অধিকার বঞ্চিত হয়ে ১৬১২১ নম্বরে ফোন করলে প্রতিকার পাওয়া যাবে**

ঢাকা, ১ চৈত্র (১৫ মার্চ) :

 বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি বলেছেন, ভোক্তার অধিকার প্রতিষ্ঠায় সংশ্লিষ্ঠ সকলকে সচেতন হতে হবে। জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে হয়রানি বা জরিমানা আদায়ের জন্য তৈরি করা হয়নি। কোনো ভোক্তা অধিকার বঞ্চিত হয়ে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদফতরের ভোক্তা বাতায়ন হটলাইন ১৬১২১ নম্বরে ফোন করলেই প্রতিকার পাওয়া যাবে।

 মন্ত্রী আজ বাংলাদেশ সচিবালয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে বিশ্ব ভোক্তা অধিকার দিবস-২০২০ উপলক্ষে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদফতর আয়োজিত আলোচনা সভা ও হটলাইন উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

 টিপু মুনশি বলেন, জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়নে সম্বনিতভাবে কাজ করতে হবে। কাউকে হয়রানি না করে অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সে লক্ষ্যকে সামনে রেখে সরকার কাজ করে যাচ্ছে। অধিকার নিয়ে মানুষ এখন অনেক সচেতন। ভোক্তাও আগের যে কোনো সময়ের চেয়ে বেশি সচেতন। জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনের সুফল পেতে শুরু করেছেন দেশের মানুষ।

 বাণিজ্যসচিব ড. মোঃ জাফর উদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন ঢাকা বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, এফবিসিসিআই’র প্রেসিডেন্ট শেখ ফজলে ফাহিম, কনজুমার্স অ্যাসোসিয়েশন অভ্‌ বাংলাদেশ (ক্যাব) এর সভাপতি গোলাম রহমান, বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের সাবেক অধিনায়ক সাকিব আল হাসান এবং অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদফতরের মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) বাবলু কুমার সাহা।

#

বকসী/ফারহানা/রফিকুল/রেজাউল/২০২০/১৮২৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৯৫২

**স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ ফ্রেমওয়ার্ক তৈরি হচ্ছে**

 **---স্থানীয় সরকার মন্ত্রী**

ঢাকা, ১ চৈত্র (১৫ মার্চ):

স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম বলেছেন, সরকারের একার পক্ষে এদেশের বিশাল জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা একটি চ্যালেঞ্জ। বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাতে এ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় শীঘ্রই পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ ফ্রেমওয়ার্ক তৈরি করা হবে। এর ফলে নগর এলাকায় দরিদ্র ও ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর জন্য স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

আজ রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে ‘ইফেকটিভ পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ ইন হেলথ সেক্টর অভ্ বাংলাদেশ’ শীর্ষক জাতীয় কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন। স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ‘ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন সাপোর্ট টু হেলথ এন্ড নিউট্রিশন টু দ্য পুওর অভ্ বাংলাদেশ’ প্রকল্পের কার্যক্রম নিয়ে এ কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

মন্ত্রী বলেন, সময়ের সাথে সাথে অনেক কিছুর পরিবর্তন হচ্ছে। গ্রামে কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা দেয়া হচ্ছে। সিটি কর্পোরেশন ও পৌর এলাকাগুলোতেও যাতে সাধারণ মানুষ প্রাথমিকভাবে স্বাস্থ্যসেবা নিতে পারে সে লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে।

মোঃ তাজুল ইসলাম বলেন, দেশের সকলকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের দায়িত্ব মূলত স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের হলেও স্থানীয় সরকার সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভাকে স্ব স্ব অধিক্ষেত্রে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। বর্তমানে সিটি কর্পোরেশনসমূহ প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের দায়িত্ব পালন করছে।

স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব হেলালুদ্দীন আহমদের সভাপতিত্বে কর্মশালায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তৃতা করেন স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের সচিব মোঃ আসাদুল ইসলাম, বাংলাদেশে নিযুক্ত ইউরোপীয় ডেলিগেশনের মিনিস্টার কাউন্সিলর এন্ড হেড অভ্ কো-অপারেশন Maurizio Cian, স্থানীয় সরকার বিভাগের অতিরিক্ত সচিব অমিতাভ সরকার এবং প্রকল্প পরিচালক ও অতিরিক্ত সচিব মেজবাহ উদ্দিন প্রমুখ।

#

হাসান/ফারহানা/রফিকুল/আব্বাস/২০২০/১৮২৭ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৯৫১

**পুষ্টিকর খাবার নিশ্চিতকরণে কাজ করছে সরকার**

 **–কৃষিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১ চৈত্র (১৫ মার্চ):

**কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক বলেছেন,** বর্তমান সরকার কৃষি উন্নয়নে নানা ধরনের কৃষিবান্ধব নীতি ও বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন করেছে । এর ফলে কৃষি উৎপাদনে বাংলাদেশ এখন বিশ্বের উদাহরণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইতোমধ্যে সবার জন্য খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়েছে। এখন লক্ষ্য হলো পুষ্টিকর খাবার নিশ্চিতকরণ এবং কৃষিকে লাভবান করা।

মন্ত্রী আজ ঢাকায় বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউতে ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে বাংলাদেশ কৃষক লীগ আয়োজিত ‘কৃষক হত্যা দিবস’ উপলক্ষে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, সরকার কৃষকদের সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে কৃষি পুনর্বাসন ও কৃষি প্রণোদনা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এ কার্যক্রমের আওতায় বিনামূল্যে বিভিন্ন ফসলের বীজ ও রাসায়নিক সার সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া সরকার সারে ভরতুকি দিচ্ছে।

বাংলাদেশ কৃষক লীগের সভাপতি সমীর চন্দের সভাপতিত্বে আরো বক্তব্য রাখেন আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য আব্দুর রহমান। পরে মন্ত্রী শহিদ ১৮ কৃষক পরিবারকে বাংলাদেশ কৃষক লীগের পক্ষ থেকে দশ হাজার টাকা করে অর্থ সহায়তা প্রদান করেন।

#

কামরুল/ফারহানা/রফিকুল/আব্বাস/২০২০/১৮০৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৯৪৯

**বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে বিজিএমইএ’র টি-শার্ট ও পোলো শার্ট হস্তান্তর**

ঢাকা, ১ চৈত্র (১৫ মার্চ):

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ তৈরি পোশাক প্রস্তুত ও রফতানিকারক সমিতি (বিজিএমইএ) এর পক্ষ হতে জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি’র প্রধান সমন্বয়কের নিকট এক লাখ টি-শার্ট ও পোলো শার্ট হস্তান্তর করা হয়েছে।

আজ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি’র কার্যালয়ে প্রধান সমন্বয়ক ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরীর নিকট টি-শার্ট ও পোলো শার্ট হস্তান্তর করেন বিজিএমইএ’র সভাপতি ড. রুবানা হক।

এ সময় ড. রুবানা হক বলেন, দেশের শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসারে বঙ্গবন্ধুর গুরুত্বপূর্ণ অবদান বিজিএমইএ কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করে। আমাদের কাজের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর আদর্শের প্রতিফলন ঘটাতে পারলেই তিনি আমাদের মাঝে বেঁচে থাকবেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান সমন্বয়ক ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী মুজিববর্ষের বছরব্যাপী অনুষ্ঠানমালায় অংশগ্রহণকারীদের মাঝে বিতরণের জন্য টি-শার্ট ও পোলো শার্ট দেওয়ায় বিজিএমইএ এবং বিকেএমইএ কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানান। এছাড়া মুজিববর্ষ উদ্‌যাপনে স্ব-উদ্যোগে ক্যাপ ও কোটপিন সরবরাহকারীদের প্রতিও তিনি ধন্যবাদ জানান। মুজিববর্ষ সফলভাবে উদ্‌যাপনে সবাই সম্মিলিত সহযোগিতা অব্যাহত রাখবেন বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি’র কার্যালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ মিয়ান, যুগ্মসচিব সৈয়দ নাসির এরশাদ ও অজয় কুমার চক্রবর্তী এবং বিজিএমইএ’র কর্মকর্তাবৃন্দ।

#

নাসরিন/ফারহানা/রফিকুল/আব্বাস/২০২০/১৭৫১ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৯৪৭

**২৬ মার্চ শুদ্ধসুরে জাতীয় সংগীত পরিবেশন প্রতিযোগিতা এবং**

**দেশ ও বিদেশে একযোগে জাতীয় সংগীত পরিবেশন কর্মসূচি স্থগিত**

ঢাকা, ১ চৈত্র (১৫ মার্চ) :

 দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শুদ্ধসুরে জাতীয় সংগীত পরিবেশন প্রতিযোগিতা ২০২০ এবং ২৬ মার্চ ২০২০ তারিখ সারাদেশে ও বিদেশে একযোগে জাতীয় সংগীত পরিবেশন কর্মসূচি অনিবার্য কারণবশত আপাতত স্থগিত করা হয়েছে।

 এ সময়সূচি পুনর্বিন্যাস করে পরবর্তীতে অবহিত করা হবে।

#

সাইদুর/অনসূয়া/মামুন/গিয়াস/আসমা/২০২০/১৬০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৯৪৮

**করোনা ভাইরাস সম্পর্কিত সতর্কতা**

**বাসায় কোয়ারেনটাইনে থাকার নিয়মাবলী**

ঢাকা, ১ চৈত্র (১৫ মার্চ) :

 বিদেশ থেকে আসা ব্যক্তিদের কোয়ারেন্টাইনে থাকার সময়ে কয়েকটি নিম্নলিখিত নির্দেশনা মেনে চলতে অনুরোধ করেছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।

এতে বলা হয়েছে-

* বাড়ির অন্য সদস্যদের থেকে আলাদা থাকুন। সম্ভব না হলে, অন্যদের থেকে অন্তত ১ মিটার (৩ ফুট) দূরে থাকুন (ঘুমানোর জন্য পৃথক বিছানা ব্যবহার করুন)।
* আলো বাতাসের সুব্যবস্থা সম্পন্ন আলাদা ঘরে থাকুন এবং অন্য সদস্যদের থেকে আলাদা থাকুন।
* যদি সম্ভব হয় তাহলে আলাদা গোসলখানা এবং টয়লেট ব্যবহার করুন।  সম্ভব না হলে, অন্যদের সাথে ব্যবহার করতে হয় এমন স্থানের সংখ্যা কমান ও ঐ স্থানগুলোতে জানালা খুলে রেখে পর্যাপ্ত আলো-বাতাসের ব্যবস্থা করুন।
* বুকের দুধ খাওয়ান এমন মা শিশুকে বুকের দুধ খাওয়াবেন। শিশুর কাছে যাওয়ার সময় মাস্ক ব্যবহার করুন এবং ভালোভাবে হাত ধুয়ে নিন।
* আপনার সাথে কোনো পশু/পাখি রাখবেন না।
* বাড়ির অন্য সদস্যদের সঙ্গে একই ঘরে অবস্থান করলে, বিশেষ করে এক মিটারের মধ্যে আসার সময় মাস্ক ব্যবহার করা উচিত।
* প্রয়োজনে বাড়ি থেকে বের হলে মাস্ক ব্যবহার করুন।
* মাস্ক পরে থাকাকালীন এটি হাত দিয়ে ধরা থেকে বিরত থাকুন।  মাস্ক ব্যবহারের সময় প্রদাহের (সর্দি, থুতু, কাশি, বমি ইত্যাদি) সংস্পর্শে আসলে সঙ্গে সঙ্গে মাস্ক খুলে ফেলুন এবং নতুন মাস্ক ব্যবহার করুন।  মাস্ক ব্যবহারের পর ঢাকনাযুক্ত ময়লার পাত্রে ফেলুন এবং সাবান পানি দিয়ে ভালোভাবে হাত ধুয়ে নিন।
* টিস্যু পেপার ও মেডিক্যাল মাস্ক ব্যবহারের পর ঢাকনাযুক্ত ময়লা ফেলার ঝুড়িতে ফেলুন।
* ব্যক্তিগত ব্যবহারসামগ্রী অন্য কারো সাথে ভাগাভাগি করে ব্যবহার করবেন না।
* আপনার খাওয়ার বাসনপত্র- থালা, গ্লাস, কাপ ইত্যাদি, তোয়ালে, বিছানার চাদর অন্য কারো সাথে ভাগাভাগি করে ব্যবহার করবেন না।  এসব জিনিসপত্র ব্যবহারের পর সাবান-পানি দিয়ে ভালোভাবে পরিষ্কার করে ফেলুন।
* চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী আপনার কোয়ারেন্টাইন  শেষ হবে। চিকিৎসকের সিদ্ধান্ত মতে একজন হতে অন্যজনের কোয়ারেন্টাইনের সময়সীমা আলাদা হতে পারে। তবে, এ পর্যন্ত পাওয়া তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে এ সময়সীমা ১৪ দিন।
* কোয়ারেন্টাইনেকালে  সকলের সাথে ফোন/মোবাইল/ ইন্টারনেটের সাহায্যে যোগাযোগ রাখুন।
* শিশুকে তার জন্য প্রযোজ্যভাবে বোঝান। তাদের পর্যাপ্ত খেলার সামগ্রী দিন এবং খেলনাগুলো খেলার পরে জীবাণুমুক্ত করুন।

চলমান পাতা

-২-

* আপনার দৈনন্দিন রুটিন, যেমন- খাওয়া, হালকা ব্যায়াম ইত্যাদি মেনে চলুন।
* সম্ভব হলে বাসা থেকে অফিসের কাজ করতে থাকুন।
* বইপড়া, গান শোনা, সিনেমা দেখা অথবা উপযুক্ত নিয়মগুলোর সাথে পরিপন্থী নয় এমন যেকোনো  বিনোদনমূলক কাজে নিজেকে সম্পৃক্ত করুন বা ব্যস্ত রাখুন।
* পরিবারের সদস্য যারা সুস্থ আছেন এবং যাদের দীর্ঘমেয়াদি রোগসমূহ (যেমন : ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, ক্যানসার, অ্যাজমা প্রভৃতি) নেই, এমন একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে পরিচর্যাকারী হিসেবে নিয়োজিত হতে পারেন। তিনি ঐ ঘরে বা পাশের ঘরে থাকবেন, অবস্থান বদল করবেন না।  কোয়ারেন্টাইনে আছেন এমন ব্যক্তির সাথে কোনো অতিথিকে দেখা করতে দিবেন না।
* পরিচর্যাকারী খালি হাতে ঐ ঘরের কোনো কিছু স্পর্শ করবেন না।
* কোয়ারেন্টাইনে থাকা ব্যক্তির সংস্পর্শে এলে বাতাস  ঘরে ঢুকলে; খাবার তৈরির আগে ও পরে; খাবার আগে; টয়লেট ব্যবহারের পরে; গ্লাভস পরার আগে ও খোলার পরে; যখনই হাত দেখে নোংরা মনে হলে করার পর প্রতিবার দুই হাত পরিষ্কার করবেন।
* কোয়ারেন্টাইনে থাকা ব্যক্তির ব্যবহৃত বা তার পরিচর্যায় ব্যবহৃত মাস্ক, গ্লাভস, টিস্যু ইত্যাদি অথবা অন্য আবর্জনা ঐ রুমে রাখা ঢাকনাযুক্ত ময়লার পাত্রে রাখুন। এসব আবর্জনা উন্মুক্ত স্থানে না ফেলে পুড়িয়ে ফেলুন।
* ঘরের মেঝে, আসবাবপত্রের সকল পৃষ্ঠতল, টয়লেট ও বাথরুম প্রতিদিন অন্তত একবার পরিষ্কার করুন। পরিষ্কারের জন্য ১ লিটার পানির মধ্যে ২০ গ্রাম (২ টেবিল চামচ পরিমাণ)  ব্লিচিং পাউডার মিশিয়ে দ্রবণ তৈরি করুন।  ঐ দ্রবণ দিয়ে উক্ত সকল স্থান ভালোভাবে মুছে ফেলুন।  তৈরিকৃত দ্রবণ সর্বোচ্চ ২৪ ঘণ্টা পর্যন্ত ব্যবহার করা যাবে।
* কোয়ারেন্টাইনে থাকা ব্যক্তিকে নিজের কাপড়, বিছানার চাদর, তোয়ালে ইত্যাদি ব্যবহৃত কাপড় গুঁড়া সাবান/ কাপড় কাচা সাবান ও পানি দিয়ে ভালোভাবে পরিষ্কার করতে বলুন এবং ভালোভাবে শুকিয়ে ফেলুন।
* নোংরা কাপড় একটি লন্ড্রি ব্যাগে আলাদা রাখুন। মল-মূত্র বা নোংরা লাগা কাপড় ঝাঁকাবেন না এবং নিজের শরীর বা কাপড়ে যেন না লাগে তা খেয়াল করুন।
* কোয়ারেন্টাইনে থাকার সময় কোনো উপসর্গ দেখা দিলে (১০০ ডিগ্রি ফারেনহাইট এর বেশি জ্বর/ কাশি/সর্দি/গলাব্যথা/শ্বাসকষ্ট ইত্যাদি), অতি দ্রুত আইইডিসিআর-এর হটলাইন নম্বরে অবশ্যই যোগাযোগ করুন এবং পরবর্তী করণীয় জেনে নিন।

#

অনসূয়া/মামুন/গিয়াস/জসীম/শামীম/২০২০/১৬২৭ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৯৪৬

**জলবায়ু বাসের যাত্রা শুরু**

ঢাকা, ১ চৈত্র (১৫ মার্চ) :

 পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী শাহাব উদ্দিন বলেছেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন এর একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ জলবায়ু বাস। এ বাসের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কে অবহিতকরণ ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে।

 মন্ত্রী আজ বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট (বিসিসিটি) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্ভাবনী উদ্যোগ ‘জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড গঠন (সিসিটিএফ)’ বিষয়ে প্রণীত ব্র্যান্ডিং পরিকল্পনা বাস্তবায়ন” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় জলবায়ু বাস এর কার্যক্রম উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

 শাহাব উদ্দিন বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবিলায় বর্তমান সরকার বদ্ধপরিকর। সরকার জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবিলায় নানা কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। বিসিসিএসএপি-২০০৯ এ বর্ণিত কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য ২০০৯-১০ অর্থবছরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিজস্ব উদ্যোগে রাজস্ব বাজেট হতে সিসিটিএফ গঠন করা হয়। ট্রাস্ট ফান্ড হতে জলবায়ু পরিবর্তন নেতিবাচক প্রভাব মোকাবিলায় বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে অভিযোজন, প্রশমন ও গবেষণামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।

 মন্ত্রী আরো বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলায় বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও জলবায়ু পরিবর্তন সহিষ্ণু বিভিন্ন প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ করার লক্ষ্যে সিসিটিএফ ব্যবহার করা হচ্ছে। সরকারের রাজস্ব বাজেট হতে অদ্যাবধি প্রায় ৩ হাজার ২৬৪ কোটি ৪৩ লাখ ৫০ হাজার টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৭২০ টি (৬৫৯টি সরকারি এবং ৬১টি বেসরকারি) প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ৩৭৫টি (সরকারি-৩১৮টি, বেসরকারি-৫৭টি ) প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে। সিসিটিএফ এর অর্থায়নে গৃহীত প্রকল্পসমূহের মধ্যে ৩টি প্রকল্প জাতীয় পুরষ্কার এবং ১টি প্রকল্প আন্তর্জাতিক পুরষ্কার লাভ করেছে। ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে প্রকল্পসমূহ জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবিলায় গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখছে।

 উল্লেখ্য, জলবায়ু বাসে ডিজিটাল এলইডি ডিসপ্লে, মোবাইল থ্রিডি সিনেমা সিস্টেম, ইন্টারেক্টিভ কিয়স্ক, গ্রিন এনার্জির জন্য সোলার প্যানেল, ওয়াইফাই ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক তথ্য সম্বলিত আর্কাইভসহ বিশেষ এ জলবায়ু বাসটি তৈরি করা হয়েছে। পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কে তৈরিকৃত সচেতনতামূলক টেলিভিশন বিজ্ঞাপন, রেডিও বিজ্ঞাপন, থিম সং এবং ডকুমেন্টারি জলবায়ু বাসের মাধ্যমে দেশব্যাপী প্রচার করা হবে।

 উদ্বোধনকালে অন্যান্যের মধ্যে মন্ত্রণালয়ের সচিব জিয়াউল হাসান এনডিসি, প্রকল্প পরিচালক
মোঃ মোখতার আহমেদ বক্তব্য রাখেন ।

#

দীপংকর/অনসূয়া/মামুন/গিয়াস/জসীম/শামীম/২০২০/১৫২৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৯৪৫

**৯৬টি উপজেলায় জেলেদের মাঝে প্রায় সাড়ে ২২ হাজার মে. টন ভিজিএফ চাল বিতরণ**

ঢাকা, ১ চৈত্র (১৫ মার্চ) :

 জাটকা আহরণ নিষিদ্ধকালীন মানবিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় দেশের ২০টি জেলার ৯৬টি উপজেলায় জাটকা আহরণে বিরত থাকা ২ লাখ ৮০ হাজার ৯৬৩টি নিবন্ধিত জেলে পরিবারের জন্য
২২ হাজার ৪৭৭ দশমিক ৪ মেট্রিক টন ভিজিএফ চাল বরাদ্দ করেছে সরকার। ফেব্রুয়ারি মাসে উক্ত ভিজিএফ চাল সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের অনুকূলে মঞ্জুর করা হয়েছে এবং তা ৩১ মার্চ এর মধ্যে সংশ্লিষ্টদের মাঝে বিতরণ সম্পন্ন করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। প্রতিটি জেলে পরিবারকে প্রতি মাসে ৪০ কেজি হারে ফেব্রুয়ারি-মার্চ এই দুই মাসের জন্য ভিজিএফের চাল প্রদান করা হচ্ছে।

 উল্লেখ্য, সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রতিবছর ১ নভেম্বর থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত দেশব্যাপী জাটকা আহরণ, পরিবহন, মজুদ, বাজারজাতকরণ, ক্রয়-বিক্রয় ও বিনিময় সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এছাড়া প্রতিবছর ১ মার্চ থেকে ৩০ এপ্রিল দেশের ৫টি অভয়াশ্রমে ইলিশসহ সকল ধরনের মাছ ধরা নিষিদ্ধ। এর মধ্যে ফেব্রুয়ারি থেকে মে পর্যন্ত ৪ মাস মৎস্যজীবীদের মানবিক সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে ভিজিএফ কর্মসূচি চালু করেছে সরকার।

#

ইফতেখার/অনসূয়া/মামুন/গিয়াস/শামীম/২০২০/১৪৪৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৯৪৩

**করোনা ভাইরাস সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি**

ঢাকা, ১ চৈত্র (১৫ মার্চ) :

করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) সংক্রমণ রোধে আক্রান্ত দেশ থেকে আগতদের মধ্যে করোনা ভাইরাসের কোন লক্ষণ দেখা না দিলেও তাদের বাংলাদেশে ১৪ দিন স্বেচ্ছায় কোয়ারেন্টাইনে থাকা বাধ্যতামূলক।

আক্রান্ত দেশ থেকে আগতদের বাংলাদেশে অবস্থানের ১৪ দিনের মধ্যে কোভিড-১৯ রোগের
লক্ষণ দেখা দিলে তাৎক্ষণিকভাবে আইইডিসিআর হটলাইনে ফোন করবেন। হটলাইন নম্বরগুলো
হচ্ছে: ০১৪০১১৮৪৫৫১, ০১৪০১১৮৪৫৫৪, ০১৪০১১৮৪৫৫৫, ০১৪০১১৮৪৫৫৬, ০১৪০১১৮৪৫৫৯, ০১৪০১১৮৪৫৬০, ০১৪০১১৮৪৫৬৩, ০১৪০১১৮৪৫৬৮, ০১৯২৭৭১১৭৮৪, ০১৯২৭৭১১৭৮৫, ০১৯৩৭০০০০১১ ও ০১৯৩৭১১০০১১।

#

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৯৪৪

**করোনা ভাইরাস সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি**

ঢাকা, ১ চৈত্র (১৫ মার্চ):

বিদেশ থেকে প্রত্যাগত কিছু প্রবাসী এবং তাদের সংস্পর্শে আসা ব্যক্তিবর্গ স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক আরোপিত কোয়ারেন্টাইনের শর্ত সঠিকভাবে প্রতিপালন করছেন না।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট সকলকে সংক্রামক রোগ (প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল) আইন, ২০১৮ অনুযায়ী ও নির্দেশিত পন্থায় যথাযথভাবে দায়িত্ব পালনের অনুরোধ জানিয়েছে।

এর যে কোনো ব্যত্যয়ের ক্ষেত্রে আইনের সংশ্লিষ্ট শাস্তিমূলক ধারা প্রয়োগ করা হবে।

#

অনসূয়া/গিয়াস/জসীম/আসমা/২০২০/১২৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৯৪২

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসে

**জাতীয় পতাকা উত্তোলনে বিধি মেনে চলার আহ্বান**

ঢাকা, ১ চৈত্র (১৫ মার্চ) :

 আগামী ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন কর্মসূচির অংশ হিসেবে সকল সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারি ভবনে এবং বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের কূটনৈতিক মিশন এবং কনস্যুলার অফিসে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হবে।

 বাংলাদেশ সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৪(১) অনুযায়ী ‘প্রজাতন্ত্রের জাতীয় পতাকা সবুজ ক্ষেত্রের ওপর স্থাপিত রক্তবর্ণের একটি ভরাট বৃত্ত’। পতাকা বিধিতে বলা হয়েছে, পতাকার রং হবে গাঢ় সবুজ এবং সবুজের ভিতরে একটি লাল বৃত্ত থাকবে। জাতীয় পতাকার মাপ হবে 10©x6© দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের আয়তাকার ক্ষেত্রের গাঢ় সবুজ রঙের মাঝে লাল বৃত্ত। বৃত্তটি দৈর্ঘ্যরে এক-পঞ্চমাংশ ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট হবে। ভবনের আয়তন অনুযায়ী পতাকা ব্যবহারের তিন ধরনের মাপ হচ্ছে 10©x6© , 5©x3© এবং 2.5 ©x 1.5 ©।

#

অনসূয়া/গিয়াস/সুবর্ণা/শামীম/২০২০/১৩২২ ঘণ্টা